বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

প্রকাশকালঃ অক্টোবর ২০২১

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি:
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী:
এ. কে. এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক
সিনিয়র কিউরেটর (উপসচিব)
মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
উর্ধ্বতন আর্টিস্ট কাম-অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার
মোঃ কায়ছার আব্দুল্লাহ
সহকারী প্রোগ্রামার
শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
গ্যালারি সহকারী
আফরোজা খাতুন
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার
মোঃ আরাফাত আলী
গ্যালারি সহকারী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:
রবিন বসাক
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয়:
লাবিবা প্রিন্টি লিংক
৬৯, ইসলাম ভবন,
ফকিরাপুল (৩য় তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা:
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
Website: www.nmst.gov.bd

মহাপরিচালকের বাণী

প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে বার্ষিক প্রতিবেদনে, যা' স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিগত ২০২০-২০২১ ইং অর্থবছরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান উপস্থাপিত হয়েছে এ প্রতিবেদনে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তারে অনন্য এ প্রতিষ্ঠান সরকারের বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (APA) লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২০-২০২১ ইং অর্থবছরে করোনা সংকটের মধ্যেও এ প্রতিষ্ঠান রাজধানীসহ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে / অফলাইনে বিজ্ঞান বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডসহ ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন করে, যা' জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে। বিশেষ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫৩১ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবের তৎপরতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের মাইলফলক। এছাড়াও এ সময়ে সোয়া ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ টি আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম বাস সংযোজন করা হয়েছে, যা' হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বিজ্ঞান জাদুঘরকে প্রদর্শনী আবহ থেকে একাডেমিক আবহে গড়ে তুলতে আমাদের অবিরাম প্রয়াস চলছে। বইপুস্তকে যে বিজ্ঞানকে পাওয়া যায় না, অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় তা' পাওয়া যায়। বিজ্ঞান জাদুঘরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আলোড়িত ও আলোকিত করা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানকে হৃদয়ে ধারণ করে কর্তব্য পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভিলক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নেই। নতুন আঙ্গিকে, বৈচিত্র্যে ও উপকরণে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নবপরিচয়ে উপস্থাপিত করতে চাই। বিজ্ঞান চেতনায়, মননশীলতায় ও উদ্ভাবনে আমরা তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

- বিজ্ঞান জাদুঘরঃ অর্ধশতাব্দীর নানা বাঁকে ১
- পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা ২
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের যুগযুগান্তরের যাঁরা কান্ডারী ৪
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৫
- গ্যালারিঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অনন্য স্মারক ৬
- বছরজুরে কার্যক্রমের চিত্র (২০২০-২০২১) ৭
- আন্তর্জাতিক সেমিনারঃ প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে সতর্কতা ৮
- এভিয়েশন গ্যালারীঃ বিমানবহরের নবজীবন প্রাপ্তি ১০
- আটলান্টিকের টাইটানিক 'এর নোঙর ১৩
- বইয়ের বিজ্ঞান, আনন্দ বিনোদনে বিজ্ঞান ১৪
- বঙ্গবন্ধু কর্নারঃ জাতির পিতার অনন্য স্মৃতি স্মারক ১৫
- মহাজাগতিক অজানা রহস্য পর্যবেক্ষণে আউটরিচ কর্মসূচী ১৬
- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীঃ সদা মুখর বিজ্ঞান জাদুগর ১৭
- বিজ্ঞানী তৈরির অভিলক্ষ্যে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা ১৯
- সেমিনারে, বিজ্ঞান চর্চা, জ্ঞানের অন্বেষ ২০
- বিজ্ঞানের নিরন্তর অনুশীলনঃ রোবটিক্স মেলার আয়োজন ২১
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে পদার্পনঃ ভি আর কর্নারে অসীম মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ২২
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম ২৩
- তরুণ বিজ্ঞানীদের তৈরি রোবটঃ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ঝংকার ২৪
- প্রশংসায় - প্রণোদনায় কর্মউদ্দীপনা ২৫
- জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপন ২৬
- শেখ রাসেল স্মৃতি স্মারক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ২৭
- অবকাঠামোয় আধুনিকতাঃ উন্নয়নে নতুন দিগন্ত ২৮
- আন্তর্জাতিক মানের তোরণ ৩০
- ISO সার্টিফিকেশনঃ আন্তর্জাতিক মানে পদার্পন ৩১
- প্রশিক্ষণে-অনুশাসনে দক্ষতাবৃদ্ধি ৩২
- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের সফল সমাপ্তি ৩৩
- বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প ৩৪
- ভবিষ্যত ভাবনা, পরিকল্পনা ৩৫
- শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এপিএ পদক প্রাপ্তি ৩৬
- প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞায়, এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ৩৭

১. বিজ্ঞান জাদুঘরঃ অর্ধশতাব্দীর নানা বাঁকে

মহাকালের চক্রযানের অগ্রযাত্রায় সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চলেছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের এক নির্বাহী আদেশে পৃথকভাবে ঢাকায় ও লাহোরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নামক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে।

একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতি নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৩১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্যকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করা হয়। ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম.ও. গনি ছিলেন এর প্রথম চেয়ারম্যান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে প্রথম বোর্ড অব গভর্নরস এর সভা আয়োজন করেন। এ সভায় ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটর মোঃ এনামুল হককে খন্ডকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' নামক প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৬ সালে পাবলিক লাইব্রেরীতে। সে সময়ে জাদুঘরের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ঢাকা জাদুঘর। ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল শ্যামলীতে, ১৯৭১ সালের ১৬ মে ধানমন্ডির ১ নং সড়কে, তৃতীয়বার ১৯৭৭ সালের ১ জুলাই ধানমন্ডির ৬ নম্বর সড়কে এবং চতুর্থবার ১৯৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কাকরাইলে স্থানান্তরিত হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৮৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁওয়ে ৫ একর জমির উপরে নিজস্ব ভবনে এ সংস্থা স্থায়ী রূপ লাভ করে। এটি দেশের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জাদুঘর।

আগারগাঁও এর সবুজ শ্যামলীমায় অবস্থিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ভবন

মহান জাতীয় সংসদের "জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন-২০১০" এর মাধ্যমে এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে উদ্ভাবনী সত্ত্বার বিকাশ ঘটানো। ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত জাতীয় বেতার ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত প্রায় ৫ একর নিরিবিলি পরিবেশে এ জাদুঘরের বর্তমান অবস্থান। অর্ধশতাব্দীর সাফল্যের কীর্তিগাঁথা নিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০১৭ সালের ২৬ এপ্রিল ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে।

২. পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরাঃ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালককে সদস্য সচিব হিসেবে মনোনয়নপূর্বক ১১ জন সদস্য নিয়ে মোট ১৩ সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি ও ঠিকানা	বোর্ড পদবি
১		জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সিনিয়র সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২		অধ্যাপক ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন মিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৩		অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪		অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আগারগাঁও, ঢাকা।	সদস্য

৫		অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ঢাকা।	সদস্য
৬		অধ্যাপক ড.জি.এম. তারেকুল ইসলাম ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট (IWFM) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭		জনাব মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা।	সদস্য
৮		অধ্যাপক ড. আবু বকর মে ঃ ইসমাইল ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	সদস্য
৯		যুগ্মসচিব, পিএসিসি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০		অধ্যাপক ড. এ. এ. মামুন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার, ঢাকা।	সদস্য
১১		জনাব মোঃ তৌহিদ হাসানাত খান অতিরিক্ত সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২		জনাব সুলেখা রানী বসু, যুগ্মসচিব, (ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৩) অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি ও ঠিকানা	বোর্ড পদবি
১৩		জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী মহাপরিচালক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ঢাকা।	সদস্য সচিব

৩. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের যুগযুগান্তরের যাঁরা কান্ডারী

পরিচালক

১। জনাব মোঃ এনামুল হক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৭.১১.১৯৬৬ থেকে ০৬.০৬.১৯৬৯

২। ড. মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া, পরিচালক, ০৭.০৭.১৯৬৯ থেকে ১৮.০৮.১৯৭৫

৩। ড. এ কে রফিক উল্লা, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ১৯.০৮.১৯৭৫ থেকে ০৪.০২.১৯৭৭

৪। ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক, ০৪.০২.১৯৭৭ থেকে ০৪.০৩.১৯৮০

৫। জনাব সালেহ আহমদ, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৪.০৩.১৯৮০ থেকে ৩০.০৬.১৯৮০

৬। প্রফেসর ড. মোঃ মোবারক আলী আকন্দ, পরিচালক, ০১.০৭.১৯৮০ থেকে ৩০.০৯.১৯৮৭

৭। জনাব এ.এম. জালাল উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ০১.১০.১৯৮৭ থেকে ৩১.১২.১৯৮৭

৮। জনাব এ. এম. নূরউদ্দিন, পরিচালক, ০১.০১.১৯৮৮ থেকে ২৬.০৩.১৯৮৮

৯। প্রফেসর ড. খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ২৭.০৩.১৯৮৮ থেকে ২৯.১০.১৯৯০

১০। প্রফেসর ড. মোঃ মোবারক আলী আকন্দ, পরিচালক, ৩০.১০.১৯৯০ থেকে ২৭.১১.১৯৯২

১১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২৮.১১.১৯৯২ থেকে ১১.১২.১৯৯২

১২। প্রফেসর ড. মোঃ শামসুর রহমান, পরিচালক, ১১.১২.১৯৯২ থেকে ০৬.১১.১৯৯৪

১৩। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০৭.১১.১৯৯৪ থেকে ২৯.১১.১৯৯৪

১৪। প্রফেসর আ.ম. আজিজুর রহমান খান, পরিচালক, ৩০.১১.১৯৯৪ থেকে ১৯.০৮.১৯৯৮

১৫। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২০.০৮.১৯৯৮ থেকে ২২.১১.১৯৯৮

১৬। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ২৩.১১.১৯৯৮ থেকে ২৮.০৯.২০০৪

১৭। জনাব মোঃ নুরুল হক, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ২৯.০৯.২০০৪ থেকে ৩১.০১.২০০৮

১৮। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ৩১.০১.২০০৮ থেকে ২২.০১.২০০৯

১৯। জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ২৬.০১.২০০৯ থেকে ০১.০৬.২০০৯

২০। জনাব মোঃ মনসুর হোসেন, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ০৩.০৬.২০০৯ থেকে ০২.১২.২০১০

২১। জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), ০২.১২.২০১০ থেকে ১৯.০১.২০১১

২২। জনাব জ্যোতির্ময় সমদ্দার, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ১৯.০১.২০১১ থেকে ১০.০৪.২০১১

২৩। জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), ১১.০৪.২০১১ থেকে ০৭.০৯.২০১১

মহাপরিচালক

১। জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) ০৮.০৯.২০১১ থেকে ০৬.০৪.২০১৪

২। জনাব এস এম আশরাফুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব), ২০.০৪.২০১৪ থেকে ১১.০৫.২০১৪

৩। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির খান (অতিরিক্ত সচিব), ১৮.০৫.২০১৪ থেকে ০৮.০১.২০১৫

৪। জনাব স্বপন কুমার রায় (অতিরিক্ত সচিব) ০৮.০১.২০১৫ থেকে ২৯.০১.২০১৯

৫। জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব) ২৫.০৩.২০১৯ থেকে বর্তমান অবধি

৪. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ সর্বমোট ১৪৫টি অনুমোদিত পদে বর্তমানে ১০৬ জন কর্মরত রয়েছেন। তন্মধ্যে ৬১ জন রাজস্ব পদের এবং ৪৫ জন আউটসোর্সিং পদের। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. ১০ বছরের বাজেট চিত্র

২০১০-১১ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
২০১০-১১	১৯৬
২০১১-১২	২৪৫
২০১২-১৩	২২০
২০১৩-১৪	২৪৩
২০১৪-১৫	৩২৪.৫৬
২০১৫-১৬	৫০৪.১৯
২০১৬-১৭	৭২১.৮৪
২০১৭-১৮	৯১৪.৭৫
২০১৮-১৯	১২২৩
২০১৯-২০	২১০০
২০২০-২১	২০৭৫

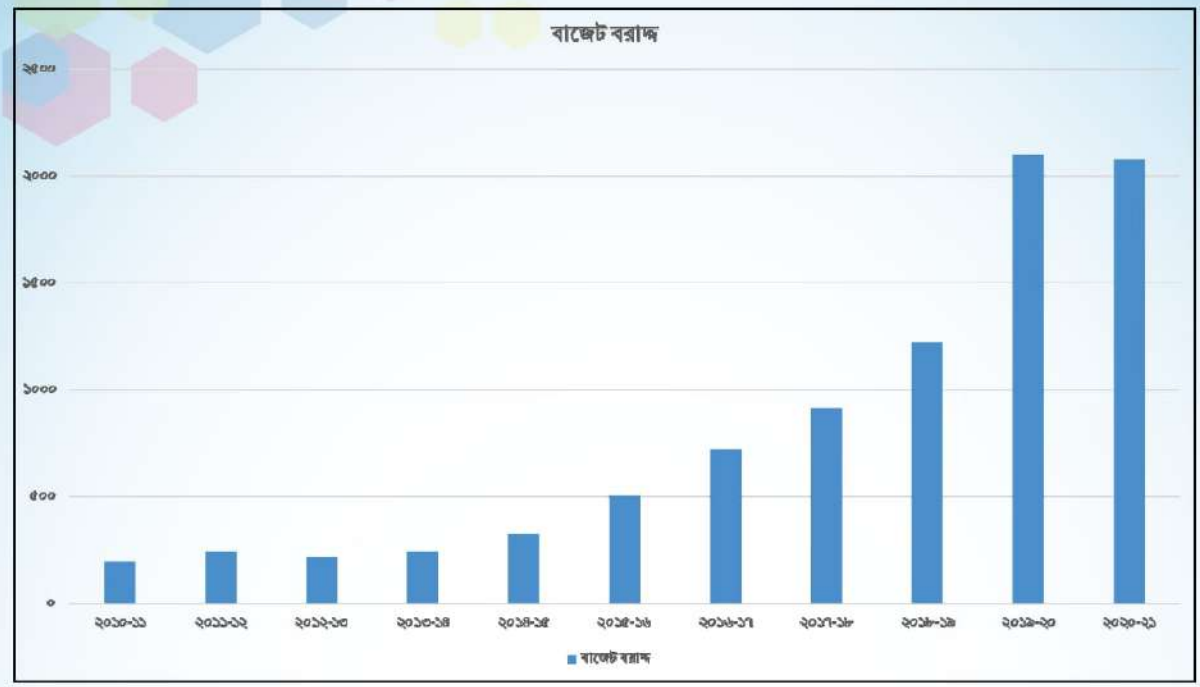

৬. গ্যালারিঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অনন্য স্মারক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রায় ৪০০ টি বিজ্ঞান বিষয়ক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রদর্শনীবস্তু রয়েছে। প্রতিটি গ্যালারিই মূলতঃ দুর্লভ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অনন্য সংগ্রহশালা। পৃথক ৯টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে এসব প্রদর্শনীবস্তুসমূহ প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিগুলো যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান গ্যালারি, শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি, তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারি, জীববিজ্ঞান গ্যালারি, মজার বিজ্ঞান গ্যালারি, মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি, শিশু গ্যালারি, ইনোভেশন গ্যালারি এবং এভিয়েশন গ্যালারি। এসব গ্যালারি বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তুতে সমৃদ্ধ।

ঐতিহাসিক প্রাচীন কম্পিউটার IBM সমৃদ্ধ তথ্য প্রযুক্তি গ্যালরি

এটি দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল মেইনফ্রেম কম্পিউটার। এর মডেল বিজ্ঞান জাদুঘরের অমূল্য সম্পদ, যা বাংলাদেশের কোথাও নেই। ১৯৬৪ সালের শেষ চতুথাংর্শে কলম্বো প্লান এর আওতায় বাংলাদেশের এ অংশে অর্থাৎ ঢাকায় এ্যাটামিক এনার্জি সেন্টার এ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার স্থাপিত হয়েছিল। সমগ্র পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও আধাসরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ কম্পিউটার থেকে কম্পিউটেশন সুবিধা পেয়েছে। এটিতে ব্যবহৃত হয়েছে Ferait Core Memory, যার একক ছিল Decimal Digit দশমিক অংক (০-৯)। যে কারণে এর মোট ধারন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৬০০০০ Decimal Digit।

চিত্রঃ কালের সাক্ষী অর্ধশতাব্দী প্রাচীন IBM(1620) কম্পিউটারের মডেল

৭. বছরজুড়ে কার্যক্রমের চিত্র (২০২০-২০২১)

দেশজুড়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভ: ২৮ লাখ দর্শক, ২ হাজার প্রতিযোগিতা

করোনার অভিঘাতে যখন পৃথিবী স্থবির, শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তখন বিজ্ঞান জাদুঘর এগিয়ে এসে ভার্চুয়াল পরিদর্শনের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিজ্ঞানকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এভাবে গত বছর (২০২০-২০২১) প্রায় ২৮ লাখেরও বেশি দর্শক ভার্চুয়ালী জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ পেয়েছে।

বিজ্ঞান চর্চাকে শিক্ষার্থী, গবেষক ও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সুপ্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করা এবং বিনোদনের মাধ্যমে শিশুদের মননে মগজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান। করোনার এ মহাসংকটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাকালীন বিজ্ঞান জাদুঘর নিরবচ্ছিন্নভাবে ২ হাজারের বেশি বিজ্ঞান মেলা, সেমিনার, অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞান বক্তৃতা অনলাইনে আয়োজন করে শিশু-কিশোরদের জন্য শক্তিশালী প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। টিভি, ইন্টারনেট ও ভিডিও গেমের আসক্তি থেকে তরুণদের মুক্ত রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন রাখাই এ কর্মসূচীর অভিলক্ষ্য।

চিত্রঃ ভার্চুয়াল বিজ্ঞান বক্তৃতায় তরুণরা।

শিশু কিশোরদের জন্য ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞান বক্তৃতায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিয়ে তাদের ইন্টারপার্সোনাল ও এনালাইটিক্যাল স্কীল বৃদ্ধি করা হয়েছে।
ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার বিষয়গুলো হলোঃ-

ক) করোনাকালীন স্বাস্থ্য সতর্কতা
খ) গ্যাস দুর্ঘটনা রোধে করণীয়
গ) খাদ্য নিরাপত্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা
ঘ) বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস
ঙ) শব্দ দূষণঃ স্বাস্থ্যগত প্রভাব
চ) বিকিরণের ক্ষতিকারক প্রভাবঃ প্রেক্ষিত মোবাইল টাওয়ার
ছ) পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ
জ) কার্বন কমাও, জীবন বাঁচাও
ঝ) কোরবানী ঈদঃ বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস
ঞ) হেপাটাটিস রোগের সতর্কতা
ট) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতাঃ একসূত্রে গাঁথা
ঠ) স্মার্টফোনে আসক্তিঃ পড়াশোনার ক্ষতি

৮. আন্তর্জাতিক সেমিনারঃ প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে সতর্কতা

গত ২৯-৩০ মে, ২০২১ইং বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস, এসোসিয়েশন অফ একাডেমীস এন্ড সোসাইটিস অব সাইন্সেস ইন এশিয়া এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে Plastic Pollution: Causes Effects and Solutions শীর্ষক এক প্রাণবন্ত সেমিনার বিজ্ঞান জাদুঘরের গাঙচিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমানঃ 'বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্লাস্টিক দূষণ একটি পরিবেশগত সমস্যা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

Prof. Yoo Hang Kim: '91% of plastic is never recycled and finally ends up in the landfills or in oceans as trash and stays there hundrads of years without decaying'

ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরীঃ 'লক্ষ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য শুধু প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকেই ধ্বংস করছে না, বরং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের অবনতি ঘটাচ্ছে।'

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীঃ 'প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে ভয়ানক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাচ্ছে।'

চিত্রঃ আন্তর্জাতিক সেমিনার

এ সেমিনারে অংশ নেন দেশ বিদেশের ৩৪১ জন বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষক। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। এ ছাড়া সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন Association of Academies and Societies of Science in Asia এর প্রেসিডেন্ট Prof. Yoo Hang Kim, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক ড. শমসের আলী, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক ড. লিয়াকত আলী প্রমুখ।

৯.১ এভিয়েশন গ্যালারীঃ বিমানবহরের নবজীবন প্রাপ্তি

২০২১ সালে এ গ্যালারীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। F-6 যুদ্ধবিমান ও কানাডিয়ান Beaver বিমানগুলো অভিজ্ঞ বিমান প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে যান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করে আধুনিকায়নের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করায় এগুলো যেন অফুরন্ত প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে। এ বিমানগুলো শিক্ষার্থী এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের জন্য যুদ্ধ বিমান ও কৃষিক্ষেত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে, নতুন প্রজন্মকে বৈমানিক হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিত্রঃ সারি সারি বিমান, বৈমানিক হবার স্বপ্ন পূরণে জাদুঘর

চিত্রঃ সংস্থায় নবনির্মিত বিমান গ্যালারী।

৯.২ এয়ার টারবাইন কর্ণারঃ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর মডেল

নবায়নযোগ্য শক্তির অন্যতম উৎস বায়ু বিদ্যুৎ। গত ১৮ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ এ মডেল স্থাপিত হয়, যা বায়ুর গতিশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার অনন্য দৃষ্টান্ত। নবায়নযোগ্য এ শক্তির উৎস থেকে বিশ্বে ২০১৯ সালে যথাক্রমে ৬.৫১×১০^{৮} কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি। জীবাশ্ম জ্বালানী যুগের অবসান ঘটিয়ে দূষণমুক্ত সবুজ জ্বালানীর প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে সংস্থায় সৌর বাগান প্রাঙ্গণে এয়ার টারবাইন এর এ মডেল স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রঃ সৌর বাগান প্রাঙ্গণে এয়ার টারবাইন এর মডেল।

৯.৩ নবরুপে উদ্ভাবিত ছাদবাগানঃ ভবন ও প্রকৃতি একসূত্রে গাঁথা

বিজ্ঞানের সাথে প্রকৃতির মেলবন্ধনে বিজ্ঞান জাদুঘরের ছাদে গড়ে তোলা হয়েছে নান্দনিক এক ছাদ বাগান। বিশ্বব্যাপী নগরায়ন বৃদ্ধির প্রভাবে প্রাণ, প্রকৃতি ও সবুজ হ্রাস পাচ্ছে। রাজধানীর কংক্রিটের মাঝে এ ছাদ বাগান ঢাকার বুকে এক খন্ড সবুজের অনন্য প্রতীক।

৯.১১ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীঃ সদা মুখর বিজ্ঞান জাদুঘর

শুধু বইয়ের বিজ্ঞানে আগ্রহ হারাচ্ছে শিক্ষার্থীরা, পিছিয়ে পড়ছে বিজ্ঞান শিক্ষা। এ ক্রান্তিতে প্রায়োগিক বিজ্ঞানের চেতনায় তৈরি করা হয় ৩টি মুভিবাস এবং ২টি অবজারভেটরী বাস। রাজধানীসহ দেশজুড়ে আয়োজন করা হয় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমুখী করতে এটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ২০২০-২১ সনে বিশেষ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী সম্পন্ন হয় ৪৬০টি। মিউজু বাস, মুভিবাস ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বাস শিক্ষার্থীদের উপভোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এছাড়া, প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বাসগুলো সারা বছর রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

চিত্রঃ জীবন্ত বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত ক্ষুদে বিজ্ঞানীর দল

৯.১২ অনলাইনে রচনা ও চিত্রাঙ্কনঃ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধারণ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বাধীনতার সুফল' শীর্ষক এক আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজধানীর ২৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭ শতাধিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করেন। এ প্রতিযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ চিত্রাঙ্কনের জন্য ১৭ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়।

চিত্রঃ শিশুদের ভার্চুয়াল চিত্রাঙ্কনে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

৯.১৩ মানবিকতায়, স্বেচ্ছাসেবায়

সংস্থার মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোভিড-১৯ এর ফ্রন্ট ফাইটার হিসেবে চিকিৎসকদের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, বন্দর উপজেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ, রাউজান উপজেলা হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ও রাউজান উপজেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম এবং সিংগাইর উপজেলা হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ ও

সিংগাইর উপজেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ এর মাঝে প্রায় ৫ লাখ টাকা মূল্যের কোভিড স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড সামগ্রী বিতরণ

চিত্রঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড সামগ্রী বিতরণ

১০. ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের পার্শ্বে বিজ্ঞান জাদুঘর

প্রতিবছর সারা দেশে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানসম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবকে এ সব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ সব কর্মসূচিতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এ সংস্থা।

চিত্রঃ অনুসন্ধিৎসু মনে বিজ্ঞানের উদ্ভাবন মহাপরিচালকের সঙ্গে ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা

১১.১ ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব, তৃণমূলে বিজ্ঞানের জাগরণ

দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন ছিল সময়ের দাবী। এ লক্ষ্যে ৪৯২ টি উপজেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাবগুলোর উন্নয়নে প্রতিটি উপজেলায় এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে ১১৫ টি উপজেলায় মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে এসব উপজেলা বিজ্ঞান ক্লাব।

চিত্রঃ ইউনিয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব

১১.২ বিজ্ঞানী তৈরির অভিলক্ষ্যে ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা

২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে দেশজুড়ে উদযাপিত হয় ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এর আওতায় ছিল মেলা, কুইজ, অলিম্পিয়াড। এতে অংশ নেয় প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী। শিশু-কিশোর তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয় মূলে বিজ্ঞান চেতনা অংকুরিত করাই এ সপ্তাহ আয়োজনের লক্ষ্য।

শিরোনাম	সংখ্যা
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা	৬০৩
জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	৬০৩
বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা	৫৯৯
বিজ্ঞান নাটিকা	২

চিত্রঃ ৪২তম বিজ্ঞান মেলায় উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (নাটোর)

১২.১ সেমিনারে, বিজ্ঞান চর্চা, জ্ঞানের অন্বেষঃ

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিজ্ঞান জাদুঘরে ২৩০ টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় উল্লেখযোগ্য নিম্নবর্ণিত বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়ঃ

- পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব এবং ড্রোন প্রযুক্তির সুফল
- সৌর শক্তির অবদান, সবুজ জ্বালানীর গুরুত্ব
- রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে আইনস্টাইনের জন্মবার্ষিকী পালন
- শিল্প কারখানায় ETP এর ব্যবহার
- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের করণীয়
- নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস
- ঘরে ঘরে অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকিঃ সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- বাঁচার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- কোভিড বর্জ্যের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা
- রাজস্ব ফাঁকি রোধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা

১২.২ প্রকাশনায়- প্রচারণায় বিজ্ঞান শিক্ষা

অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে বিধায় সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরতে "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পন" নামে একটি বিশেষ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা বের করা হচ্ছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন বিজ্ঞানমূলক প্রকাশনার কার্যক্রম চলামান রয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে ১০টি এজাতীয় প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রকাশনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা বিশ্লেষণ, উদ্ভাবন উঠে এসেছে।

১৪.৩ সুনীল অর্থনীতির সুরক্ষাঃ পেট্রোল জাহাজের সমুদ্র যাত্রা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের জলসীমায় চোরাচালান প্রতিরোধ এবং সমুদ্র সম্পদ সুরক্ষায় নিয়োজিত একটি আধা সামরিক বাহিনী। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনের সুবাদে গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং একটি পেট্রোল জাহাজের মডেল হস্তান্তর করা হয়। পেট্রোল জাহাজ সাধারণত অবৈধ চোরাচালান প্রতিরোধ, নৌ-দস্যুতা দমন এবং সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশে অনন্য। তরুণ প্রজন্ম যেন এ জাহাজের স্পর্শে এসে সুনীল অর্থনীতি সুরক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়, সে লক্ষ্যে এটি বিজ্ঞান জাদুঘরের মডেল হিসেবে স্থাপন করা হয়।

চিত্রঃ সুনীল অর্থনীতির সুরক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পেট্রোল জাহাজ

১৪.৪ প্রশংসায় - প্রণোদনায় কর্মউদ্দীপনা

আর্থিক ও অনার্থিক প্রেষণা কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা কৌশল। এ লক্ষ্যে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির অংশ হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। সর্বমোট ১১৩ জনকে এ প্রণোদনা দেয়া হয়।

চিত্রঃ কর্মচারীদের বার্ষিক প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান।

১৫.০ বিজ্ঞান চেতনায় সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ

সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার এবং অংশীজনের সভা আয়োজন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধিকরণ, দুর্নীতি দমন এবং সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ।

ক) পানির অপচয় রোধঃ প্রযুক্তির ভুমিকা
খ) কোভিড বর্জ্যের ঝুঁকিঃ বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা
গ) বিজ্ঞান সম্মত খাদ্যাভ্যাস
ঘ) রাজস্ব ফাঁকি রোধঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভূমিকা
ঙ) প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, সড়ক হবে ঝুঁকিমুক্ত

চিত্রঃ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার এবং অংশীজনের সভা আয়োজন।

পানির অপচয় রোধঃ প্রযুক্তির ভুমিকা শীর্ষক সেমিনারে আলোচক বলেন 'যদিও পানিতে কোন পুষ্টি নেই তবুও এটি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। পরিকল্পনামাফিক পানি ধরে না রাখতে পারার কারণে আমাদের দেশে, প্রচুর পানি নষ্ট হচ্ছে। সকলের উচিত পানির অপচয় রোধ করা।'

বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভাস শীর্ষক সেমিনারে আলোচক বলেন 'আমাদের বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাবার গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস নিয়মিতভাবে অনুশীলনের ফলে একটি উন্নত এবং পুষ্টি সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে।'

১৬.১ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের নান্দনিক আলোকসজ্জা (১৭/৩/২০২১)

চিত্রঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নান্দনিক আলোকসজ্জা।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

চিত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক।

১৬.২ শেখ রাসেল স্মৃতি স্মারক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে শেখ রাসেল স্মৃতি শিশু কিশোর বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা অনষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন 'শিশু শেখ রাসেলকে নিয়ে বলতে গেলে কষ্টে বুক ফেটে যায়। যার পিতা একটি স্বাধীন দেশ তৈরী করে দিলেন। যার মা সব সময় দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেছেন, এজন্য সন্তানদের নিজে একাই লালন পালন করেছেন। সেই ছোট্ট শিশু রাসেলকে এই ভাবে জীবন দিতে হলো। কত বড় পাষণ্ড মানুষ হলে এতো ছোট্ট শিশুকে হত্যা করেছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক। আমরা চাই সকল শিশুর প্রতীকী হিসেবে শেখ রাসেলকে ধরে রাখতে। যেহেতু বিজ্ঞান জাদুঘর শিশুদের জন্য তাই তাকে প্রতীক হিসেবে ধরে রাখতে চাই।'

চিত্রঃ শেখ রাসেল স্মৃতি শিশু-কিশোর বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

অবকাঠামোয় আধুনিকতাঃ উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

১৭.১ সীমানা প্রাচীরে সুরক্ষিত স্থাপনাঃ

২৭ বছরের দুর্বল ও ভঙ্গুর সীমানা প্রাচীর অপসারণ করে স্থাপন করা হয়েছে নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীর পরিবেশ বান্ধব সীমানা প্রাচীর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিমিটেড (BMTF), গাজীপুর এর মাধ্যমে করোনাকালীন লকডাউনে এ উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রাচীরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়েছে।

চিত্রঃ নবনির্মিত ২২০ মিটার দৈর্ঘের সীমানা প্রাচীর।

১৮. পরিবেশ রক্ষাঃ প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার শিক্ষা

বিশ্বব্যাপী নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করার কারণে বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে পড়েছে। এ কারণে আজকের পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে, দূষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ভুমিকা অপরিহার্য।

চিত্রঃ পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

১৯. ISO সার্টিফিকেশনঃ আন্তর্জাতিক মানে পদার্পন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গত এপ্রিল ২০২১ ইং হতে ISO 9001: 2015 Certification এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কাজে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC)এর মধ্যে চুক্তি করা হয়।এ কার্যক্রমের প্রথম ধাপে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুঃ

1) Awareness Training on QMS Based ISO 9001: 2015

2) Awareness Training on ISO 9001: 2015 QMS, QMS Fundamentals, QMS Tools & PDCA.

3) Detailed Training on ISO 9001: 2015 Requirements, QMS Documentations & Introductions to QMS Software.

২০. প্রশিক্ষণে-অনুশাসনে দক্ষতাবৃদ্ধি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশাসনিক, আর্থিক ও নৈতিক বিষয়ে ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহের উপর ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ঃ

- আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট-২০০৮
- অডিট সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান
- Manners, Etiquettes and Disciplines for Public Servants
- মাদকে স্বাস্থ্যনাশঃ মাদকে সর্বনাশ
- Good Governance
- ই-নথি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
- "Health awareness on Covid-19 and Dengue" বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শাস্তিমূলক ব্যবস্থাঃ বেতন কর্তন, বিভাগীয় মামলা, জরিমানা আদায়।

২১. নতুন জনবল নিয়োগ

বিজ্ঞান জাদুঘরে ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্বখাতে শূন্য পদের বিপরীতে এক জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার, একজন সাঁটলিপিকার, তিন জন গাড়ী চালক এবং একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মোট ৬ (ছয়) জন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

চিত্রঃ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরিক্ষার্থীরা

২২. শুদ্ধাচার ও সুশাসনে অগ্রগতি, সমৃদ্ধি

চিত্রঃ অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণে জাদুঘরের কর্মীরা।

২৩. ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের সফল সমাপ্তিঃ

এপ্রিল, ২০১৮ থেকে থেকে শুরু হয়ে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে ৩২.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী কার্যক্রম প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প থেকে জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর হয়েছে মোট ৯ টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান যান। বাসগুলো হলো

অবজারভেটরি বাস ২টি (ISUZU); প্রতিটির মূল্য ১.৫ কোটি টাকা (দৈর্ঘঃ ৩৮ ফুট, প্রস্থঃ ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি, উচ্চতাঃ ১৩ ফুট)

৪ডি মুভিবাস ৩টি (Hino); প্রতিটির মূল্য ২.৮৯ কোটি টাকা (দৈর্ঘঃ ৩৭ ফুট, প্রস্থঃ ৯ ফুট, উচ্চতাঃ ১৩ ফুট)

মিউজিয়াম বাস ৪টি (Hino); প্রতিটির মূল্য ২.৬৩ কোটি টাকা (দৈর্ঘঃ৩৪ ফুট, প্রস্থঃ ৯ ফুট, উচ্চতাঃ ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি)

চিত্রঃ জাদুঘরের মুভি, অবজারভেটরি ও মিউজিয়াম বাস

২৪. অভিজ্ঞজনদের মূল্যায়নে বিজ্ঞান জাদুঘর

ড. মোঃ সামসুল আরেফিন, সাবেক সিনিয়র সচিব

I must say that the National Museum of science and Technology is an example of informal learning environment, which means it is devoted primarily to informal education. A single visit to this museum can expose viditors to in-depth informations on a particular subject.

13.10.2020

Dr. Md. Shamsul Arefin

Former Senior Secretary

Govt. of Bangladesh

২৫. বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প

পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে রাখা বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার সঙ্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চারটি দ্রাঘিমা রেখার সংযোগস্থল মোট ১২টি। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য এই স্থানগুলো আদর্শ। তবে এই ১২টি ছেদবিন্দুর ১০টিই অবস্থিত বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরে। স্থলভাগের মাত্র দুটি ছেদবিন্দুর একটি সাহারা মরুভূমিতে, অন্যটি বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাংগাদিয়া গ্রামে। এ গ্রামে কর্কটক্রান্তি রেখা ও ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মিলনস্থলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেক সভায় পাশ হয়েছে।

বাস্তবায়ন এর মেয়াদ: ০১/০৭/২০২১- ৩১/১২/২০২৪

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : ২১৩৩৮.৫৬

শীঘ্রই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হবে।

চিত্রঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র।

এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে

- জনসাধারণের জন্য মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে উৎসাহিতকরণ।
- শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

২৬. ভবিষ্যত ভাবনা, পরিকল্পনা

২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরা হলোঃ

SDG অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- ২০২৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বা বিজ্ঞানের বিষয় ভিত্তিক অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- ২০২৪ সালের মধ্যে
  - বিভাগীয় সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
  - বিভাগীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের জন্য মিউজুবাস ও মুভিবাস সংগ্রহ;
- ২০২৫ সালের মধ্যে
  - বছরে কমপক্ষে ২টি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম আয়োজন;
  - প্রদর্শনীবস্তু তৈরিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ৫০% প্রদর্শনীবস্তু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত;
  - মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ও ব্যবহারিক শিক্ষা উন্নীতকরণের নিমিত্ত বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু;
- ২০২৬ সালের মধ্যে
  - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্ত করে ৫টি নৌযান সংগ্রহ;
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে একটি গবেষণা হাবে উন্নীতকরণ;
- ২০২৭ সালের মধ্যে
  - সকল বৃহত্তর জেলা সদরে ও ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
  - প্রদর্শনীবস্তু ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিকল্প উপকরণ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ;
- ২০২৮ এর মধ্যে ২০টি নতুন জেলা সদরে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ;
- ২০৩০ সালের মধ্যে
  - জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রসমূহে দর্শনার্থীর সংখ্যা ২০ লক্ষে উন্নীতকরণ; এবং
  - সায়েন্স সিটির দর্শনার্থীর সংখ্যা বছরে ১০ লক্ষে উন্নীতকরণ এবং সায়েন্স সিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসমাপ্তিকরণ।

২৭. ২০৪১ সালের মধ্যে লক্ষ্য

- ২০৩৫ এর মধ্যে দেশের ৪টি স্থানে ৪টি আন্তর্জাতিক মানের মানমন্দির স্থাপন;
- ২০৪০ এর মধ্যে ৩৪টি জেলায় সায়েন্স সেন্টার নির্মাণ; এবং
- ২০৪১ এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংযুক্ত করে একটি বায়োডাইভারসিটি ট্রেন চালুকরণ।

২৮. শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এপিএ পদক প্রাপ্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯টি সংস্থার মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এপিএ পদক লাভ করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সম্মাননাপত্র

চিত্রঃ এপিএ পদক গ্রহণ করছেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক

এ শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপনের মাপকাঠি হলোঃ

এপিএ এর শর্ত পূরণ, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম বৃদ্ধিকরণ।

২৯. প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞায়, এগিয়ে যাবার প্রত্যয়

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বর্তমান বিশ্ব একটি বৈশ্বিক মহামারী (COVID-19) মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নতুন ও যুগোপযোগী করে সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিদ্যমান প্রদর্শনী বস্তুর পাশাপাশি আরও উন্নতমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী বস্তু জাদুঘরে সংযোজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের অভাব এবং আর্থিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা নানাবিদ সীমাবদ্ধতা সত্বেও বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ একটি বিশ্বমানের আধুনিক জাদুঘরে রুপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ আমাদের স্বপ্ন ও সাধনা।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা-১০ অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য ও সম্প্রচারের দায়িত্বে

মোঃ কামরুল ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার, ফোন-৫৮১৬০৬০১, মোবাইল- ০১৫৫২৪৪৯৯৯১, ইমেইল-kamrulislam778844@gmail.com

বিকল্প তথ্য কর্মকর্তাঃ

মো: কায়ছার আব্দুল্লাহ, সহকারী প্রোগ্রামার, মোবাইল- ০১৫১৫২৩৩৬৫৬, ইমেইল- ap@nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান জাদুঘরের নতুন আকর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ
ও
নতুনত্বে ভরা মিউজিয়াম বাস

অনলাইনে নিম্নোক্ত http://nmst.sobticket.com/ এই লিংকে টিকিট পাওয়া যাবে

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

যোগাযোগঃ ০২-৫৮১৬০৬১২, ০২-৫৮১৬০৬১৬
মোবাইলঃ ০১৩০৯-৩১৩০৬১